দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 2 7 SEP 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ২

বোর্ড থেকে এবার পাস করেছে শতকরা ৫৫.০৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী। আগের দু'বছরে এই হার ছিল ৪৭.৭৩ ও ২৮.৯৩। শিক্ষা বোর্ডগুলোর মধ্যে মডেল হিসেবে খ্যাত ঢাকা বোর্ডের পাসের হার এবার শতকরা ৫৩.৫২ ভাগ। গতবার এই হার ছিল ৫৩.৬০ এবং তার আগের বছর ৫১.৫৪। এই হিসাবে ঢাকা বোর্ডের ফলাফলে এবার কোন উন্নতি নেই।

এদিকে ঢাকা ছাড়া অন্যান্য বোর্ডগুলোর পাসের হার যেখানে আগের বছরের তুলনায় ৮ ভাগ থেকে ২৫ ভাগ পর্যন্ত বেড়েছে সেখানে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার এবার আরো কমে গেছে। সিলেট বোর্ড থেকে এ বছর পাস করেছে মাত্র শতকরা ৪৪.৪০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী। আগের বছর এই হার ছিল শতকরা ৪৬.৬৯ ভাগ এবং তার আগের বছর ৩৩.৩৮ ভাগ। অপরদিকে মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম পরীক্ষার পাসের হার এবার ৬৪.৭৪। আগের দু'বছরে এটি ছিল যথাক্রমে ৪১.৪০ ও ৩৯.৮৯। আর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা পরীক্ষার পাসের হার এবছর ৫৯.৯৮ ভাগ। গত বছর এই হার ছিল ৬৮.২৯ ভাগ এবং তার আগের বছর ৬৩.৪৬ ভাগ। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীন সারাদেশের ডিপ্লোমা ইন কমার্স (বিজনেস স্টাডিজ) পরীক্ষায় এবার পাসের হার শতকরা ৫৬.৩৯ ভাগ। কোন কোন বোর্ডের ইংরেজী বিষয়ের পরীক্ষা ভাল হওয়ায় এবং কোন কোন বোর্ডের ইংরেজী পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় ফলাফলের এই তারতম্য হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ বছর এইচএসসি ও সমমানের অন্য পরীক্ষাগুলোতে পাসের হার হঠাৎ করেই এত বেড়েছে কিভাবে তার জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক ইনকিলাবকে বলেছেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পাবলিক পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করায় ২০০৩ সালের নকলমুক্ত পরীক্ষায় এসএসসি উত্তীর্ণ সেই ছাত্রছাত্রীরাই এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। নকল উঠে যাওয়ার কারণে কলেজগুলোতে লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অভিভাবকরাও অনেক সচেতন হওয়ায় স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা এবার অনেক ভাল করতে সক্ষম হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে এইচএসসির ফলাফল আরও ভাল হবে।

নকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহসানুল হক মিলন এ ব্যাপারে ইনকিলাবকে বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ যত এইচএসসি পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে এবারের পাসের হার সর্বোচ্চ। এ জন্য তিনি আনন্দিত হলেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কারণ এখনও শতকরা ৪০ ভাগ ফেলকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। শতকরা ৪০ ভাগ ফেলকে তিনি দারিদ্র্যপীড়িত এই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যর্থতা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, একে আমরা সিঙ্গেল ডিজিটে অর্থাৎ শতকরা ১০ ভাগের নিচে নামিয়ে আনতে চাই। এ জন্য বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করে এবং শিক্ষকদের মান উন্নয়নের মাধ্যমে আরও অনেক দূর যেতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে এইচএসসিতে পাসের হার ছিল ৪৪.৮৭%, ২০০০ সালে ৩২.৭৬%, ২০০১ সালে ৩০.০৭%, ২০০২ সালে ২৭.২৩%, ২০০৩ সালে ৩৭.৪৯% এবং ২০০৪ সালে ৪৬.৯৮%।

এ বছর শুধু এইচএসসিতে ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর, বরিশাল ও সিলেট শিক্ষা বোর্ডে সর্বমোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ২২ হাজার ৩৫৮ জন। এর মধ্যে ৪ লাখ ১৫ হাজার ৮৮ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ২ লাখ ৪৫ হাজার ৫৪৯ জন। অর্থাৎ পাসের হার ৫৯.১৫ শতাংশ। এর মধ্যে অবশ্য মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড অন্তর্ভুক্ত নয়। ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে (কৃষি ও গার্হস্থ্য অর্থনীতিসহ) সর্বমোট ৯৮ হাজার ৫৭৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৬ হাজার ৫০০ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ৬৪ হাজার ৩০২ জন। অর্থাৎ বিজ্ঞান বিভাগে পাসের গড় হার ৬৬.৫৩ শতাংশ। মানবিক বিভাগে (ইসলামী শিক্ষা ও সঙ্গীতসহ) সর্বমোট ২ লাখ ৮ হাজার ১৬২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ লাখ ৪ হাজার ৩১৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ১ লাখ ৫ হাজার ৮৪৩ জন। অর্থাৎ মানবিকে পাসের গড় হার ৫০.৮৪ শতাংশ। বাণিজ্য বিভাগে সর্বমোট ১ লাখ ১৫ হাজার ৬১৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ১৪ হাজার ২৭৫ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ৭৫ হাজার ১০৪ জন। বাণিজ্যে পাসের গড় হার ৬৪.৯৫ শতাংশ। এছাড়া ৭টি শিক্ষা বোর্ডে সর্বমোট জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৫ হাজার ৫০৯ জনের

বিজ্ঞান/কৃষি/গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের পরীক্ষার্থী ছিল ৩২ হাজার ৭৮২ জন। পাস করেছে ২৩ হাজার ৭৫২ জন, পাসের হার ৭৩.৫১%। মানবিক/ইসলামিক স্টাডিজ/ সঙ্গীত বিভাগের পরীক্ষার্থী ছিল ৫৬ হাজার ৪৬৬ জন। পাস করেছে ২০ হাজার ৩৬৭ জন। পাসের হার ৩৬.৬৩%। ব্যবসা-বাণিজ্য বিভাগে ৪৪ হাজার ৬৪০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৬ হাজার ৫৯২ জন পাস করেছে। পাসের হার ৬০.১৪%।

ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ পরীক্ষার পাসের হার ৫৬.৩৯ ভাগ

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ এবং ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষার ফল গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ পরীক্ষায় ৩ হাজার ৯৮৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন জিপিএ-২ থেকে সর্বোচ্চ ৫ প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে ২ হাজার ২৪৬ জন। পাসের হার শতকরা ৫৬ দশমিক ৩৯ ভাগ। ডিপ্লোমা ইন কমার্স (অনিয়মিত) পরীক্ষায় ৬৮ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৫২ জন। পাসের হার শতকরা ৭৬ দশমিক ৪৭ ভাগ।

কুমিল্লা বোর্ড

কুমিল্লা থেকে মোবারক হোসেন জানান, কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে বিজ্ঞান, মানবিক, বিজনেস স্টাডিজ বিভাগে গড় পাসের হার ৬০.০৬। ছেলে পরীক্ষার্থী ১২ হাজার ৫১৩ জনের মধ্যে পাসের হার ৬১.৮২। মেয়ে পরীক্ষার্থী ৮ হাজার ৩৭ জনের মধ্যে পাসের হার ৫৭.৫০, বিজ্ঞান বিভাগে মোট পাসের হার ৬৫.৮৭। এর মধ্যে ছেলে পরীক্ষার্থী ছিল ৫ হাজার ১৯০ জন, গড় পাসের হার ৬৫.১৮। মেয়ে পরীক্ষার্থী ছিল ১ হাজার ৭১ জন, গড় পাসের হার ৬৭.৬০। মানবিক বিভাগে ছেলেরা পরীক্ষা দিয়েছে ৪ হাজার ৬শ' জন, গড় পাসের হার ৫২.০৯, মেয়ে পরীক্ষার্থী ছিল ৮ হাজার ৫৬১ জন, গড় পাসের হার ৫০.২৭। বিজনেস স্টাডিজ বিভাগে ছেলেরা পরীক্ষা দিয়েছে ১০ হাজার ৪৫০ জন, গড় পাসের হার ৬৪.৪৪। মেয়েরা পরীক্ষা দিয়েছে ৩ হাজার ৩৪৬ জন, গড় পাসের হার ৬৯.৭৩।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ২৭২টি কলেজের মধ্যে ৩৯টি কলেজের ২৯২ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এরমধ্যে ছাত্র ১৮৫ এবং ছাত্রী ১০৭ জন। এদের মধ্যে মেধা তালিকায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ৮৭ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে এ বছর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ২৪৪ জন ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এরমধ্যে ১৫৫ জন ছাত্র ও ৮৯ জন ছাত্রী। মানবিক বিভাগ থেকে ১৭ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এরমধ্যে ৭ জন ছাত্র ও ১০ জন ছাত্রী। ব্যবসায় শিক্ষা থেকে ৩১ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এরমধ্যে ২৩ জন ছাত্র ও ৮ জন ছাত্রী।

জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক থেকে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের সেরা ১০টি কলেজের মধ্যে কুমিল্লায় ৫টি, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ২টি, চাঁদপুরে ২টি ও নোয়াখালী জেলায় ১টি কলেজ রয়েছে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক থেকে সর্বোচ্চ ৮৭ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে জেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষার্থীরা। এরমধ্যে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৮৩ জন, মানবিক বিভাগ থেকে ১ জন এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে ৩ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে এবার ১ হাজার ৫৭০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। পাস করেছে ১ হাজার ১৩০ জন শিক্ষার্থী। পাসের হার ৭১.৯৭। কলেজের এ ফলাফলে কলেজ কর্তৃপক্ষসহ শিক্ষার্থীরা উৎফুল্ল।

জেলার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জিপিএ-৫ পেয়েছে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ ও ইস্পাহানী স্কুল এন্ড কলেজের ৩৬ জন করে শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ ও ইস্পাহানী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা শতভাগ সাফল্য অর্জন করে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের এবারের ফলাফলে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখেছে প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজের শিক্ষার্থীরা। কলেজটি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ফলাফলে কুমিল্লার স্বনামধন্য সব কলেজের সাথে প্রতিযোগিতায় চলে আসে। এবারের পরীক্ষায় ২০ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এবার মোট ৭৬২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। পাসের হার ৮৩ ভাগ।

সরকারী বাণিজ্য কলেজে পাসের হার ৯৬.১৫ শতাংশ। এই কলেজে ৫৯০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৮ জন। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে ৩৭৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৯ জন। এই কলেজে পাসের হার ৯৬.০১ শতাংশ। নৌবাহিনী কলেজে ২৬৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৪.০৩ শতাংশ পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ জন। মহালছড়ি কলেজে পাসের হার ৯৩.৯৬ শতাংশ। বেপজা স্কুল এন্ড কলেজে ৯৩.১০ শতাংশ, ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কলেজে ৯১.৬৭ শতাংশ এবং সরকারী মহসিন কলেজে ৯০.২০ শতাংশ পাস করেছে। এই কলেজে ১৩৮৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৪ জন। কক্সবাজার সরকারী কলেজে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পেয়েছে ৯ জন।

বোর্ডের মোট পাসের হার ৫৫.০৫ শতাংশ। গত বছর এ হার ছিল ৪৭.৭৩ শতাংশ। ২০০৩ ও ২০০২ সালে এই হার ছিল যথাক্রমে ২৮.৯৩ ও ২২.৩৫ শতাংশ। ১৯৯৯ সালের পর এবারই সর্বোচ্চসংখ্যক ছাত্রছাত্রী কৃতকার্য হয়েছে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাবলিক পরীক্ষায় নকলবিরোধী সর্বাত্মক অভিযান শুরু হলে আকস্মিকভাবে পাসের হারে ধস নামায় ফলাফল বিপর্যয় ঘটে। ২০০১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সময়ে পাসের হার ২০ থেকে ২৫-এর ঘরে গিয়ে ঠেকে। তবে গত বছর থেকে ফলাফল বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে শুরু করে। এ বছর চট্টগ্রাম মহানগরীতে পাসের হার ৬৪.৩১ শতাংশ। জেলায় ৪৩.০৬ শতাংশ। মহানগরী এবং জেলায় মিলে চট্টগ্রাম জেলার মোট পাসের হার ৫৬.১৩ শতাংশ। বোর্ডের অধীন কক্সবাজার জেলায় পাসের হার ৪৮.৫৩, রাঙ্গামাটি জেলায় ৫৩.২৩, খাগড়াছড়ি জেলায় ৫৩.৫৮ ও বান্দরবান জেলায় ৩৩.৮৮ শতাংশ। এ বছর ৪টি কলেজে কেউ পাস করেনি। কলেজগুলো হলো নবপ্রতিষ্ঠিত চকরিয়া সিটি কলেজ, টেকনাফ আলী আছিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, পানছড়ি বাজার স্কুল এন্ড কলেজ ও বান্দরবান রুমা সাঙ্গু মহালছড়ি কলেজে পাসের হার ৯৩.৯৬ শতাংশ। বেপজা স্কুল এন্ড কলেজে ৯৩.১০ শতাংশ, ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কলেজে ৯১.৬৭ শতাংশ এবং সরকারী মহসিন কলেজে ৯০.২০ শতাংশ পাস করেছে। এই কলেজে ১৩৮৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৪ জন। কক্সবাজার সরকারী কলেজে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পেয়েছে ৯ জন।

এবারের পরীক্ষায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা ভালো ফলাফল করেছে। বিজ্ঞান বিভাগে মেয়েদের পাসের হার ৬৫.৮৬ শতাংশ। ছেলেদের পাসের হার ৫৭.৫১ শতাংশ। ব্যবসায় প্রশাসনে মেয়েদের পাসের হার ৬৪.৫১ শতাংশ, ছেলেদের ৫৫.৯৭ শতাংশ। তবে মানবিকে মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা এগিয়ে। এ বিভাগে ছেলেদের পাসের হার ৪৮.০২ আর মেয়েদের ৪৪.৫৯ শতাংশ। জিপিএ-৫ অর্জনকারীদের মধ্যে ছাত্র ২৭৬ জন এবং ছাত্রী ২০৯ জন।

রাজশাহী বোর্ড

রাজশাহী অফিস থেকে রেজাউল করিম রাজু জানান, এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৬৫ দশমিক ৯৩ ভাগ। মোট ১ লাখ ৫ হাজার ৮শ' তিনজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৬৮ হাজার ৯৬ জন। ছাত্রদের মাধ্যে পাসের হার ৬৫.৩৪ ভাগ এবং ছাত্রীদের মধ্যে ৬৬.৮০ ভাগ। এ বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট এক হাজার একশ' ৭৭ জন শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে এক হাজার ৬১ জন, মানবিক বিভাগে ৫৭ জন এবং বাণিজ্য বিভাগে পেয়েছে ৫৯ জন। জিপিএ-৫প্রাপ্তদের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা সাতশ' ৮৭ এবং ছাত্রীসংখ্যা তিনশ' ৯০ জন। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পাঁচটি কলেজে পাসের হার একশ' ভাগ।

যে কলেজগুলো ভাল করেছে

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে এক হাজার একশ' ৭৭ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে শুধু নগরীর নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২শ' ৩৭ জন। এছাড়া ভাল কলেজগুলোর তালিকায় রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ থেকে একশ' ১১ জন, বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ৭৯ জন, বগুড়া গভঃ এএইচ কলেজ থেকে ৬৭ জন, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ থেকে ৪৪ জন, পাবনা ক্যাডেট কলেজ থেকে ৪০ জন, রংপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে ৩৮ জন, রংপুর সরকারী কলেজ থেকে

কলেজ, ঠাকুরগাঁয়ের গণর মহিলা আদর্শ কলেজ, লালমনি আদর্শ কলেজ, বোর্ড হাট আদর্শ কলেজ, বনপাড়া আইডিয়াল কলেজ এবং পীরগঞ্জ কলেজিয়েট স্কুল এন্ড কলেজ।

রাজশাহী নগরীর ফলাফল

রাজশাহী মহানগরীর ১৫টি কলেজের মধ্যে